ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১ সংখ্যা : ৪১
জানুয়ারি-মার্চ : ২০১৫

ইসলামের দৃষ্টিতে স্থাপত্য শিল্প : একটি পর্যালোচনা

ড. মাহফুজুর রহমান*

[সারসংক্ষেপ : *স্থাপত্য শিল্প মানব জীবনে অতি প্রয়োজনীয় একটি শিল্প। কোন মানুষই একটি বাড়ি ছাড়া স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন ও বসবাস করতে পারে না। বর্তমানে সারা বিশ্বে স্থাপত্য শিল্পে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। গড়ে উঠছে পর্বত সমান নানান অট্টালিকা ও সুউচ্চ স্থাপনা। এমতাবস্থায় ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের জীবন দর্শনের সাথে বিরাট অট্টালিকা ও প্রাসাদ নির্মাণ কতটুকু সঙ্গতিপূর্ণ এবং এ বিষয়ে ইসলামের বক্তব্য কী? তা জানা আবশ্যক। কুরআন, হাদীস ও ইমামগণের মতামত পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কে প্রচুর মতামত রয়েছে। স্থাপত্য শিল্পের সংজ্ঞা নিয়ে যেমন মতভেদ রয়েছে, তেমনি রয়েছে এর বৈশিষ্ট্য, কাঠামো, অবস্থান, উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইসলামের স্বতন্ত্র বক্তব্য। কুরআন ও হাদীসের বক্তব্যসমূহ পর্যালোচনা করে আমাদের পূর্বসূরি ইমামগণ স্থাপত্য শিল্প নির্মাণে ইসলামের বক্তব্য স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে স্থাপত্য শিল্পের সংজ্ঞা, ইসলামের জীবন দর্শনের সাথে স্থাপত্য শিল্পের সম্পর্ক, স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি, স্থাপত্য শিল্পের প্রতি ইসলামের নির্দেশনা ইত্যাদি বিষয়াবলি দলীলসহ আলোচনা করা হয়েছে।]*

স্থাপত্য শিল্পের পরিচয়

স্থাপত্য একটি শিল্প, এ ব্যাপারে কোন বিতর্ক না থাকলেও এর সংজ্ঞা নিয়ে স্থাপত্যবিদগণের মধ্যে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, স্থাপত্য শিল্পকলা এবং বিজ্ঞানের সমন্বয়। স্থাপত্যকে এ কারণেই সকল শিল্পকর্মের উৎস বা Mother of all arts বলা হয়েছে।[১] স্থাপত্যের সংজ্ঞায় কোন কোন ঐতিহাসিক যে কোন নির্মিত বস্তুকে স্থাপত্য বলে অভিহিত করেছেন। আবার কেউ কেউ সুদৃঢ় ও সুশোভিত প্রাসাদকে স্থাপত্য বলে চিহ্নিত করেছেন।[২]

* অধ্যাপক, আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

১. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *মসজিদের ইতিহাস*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৩, পৃ. ১৭

২. ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান ও হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ, স্থাপত্য শিল্পের উদ্ভব ও বিকাশে মুসলমানদের অবদান, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪৭ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৮, পৃ. ১০০

স্থাপত্য শিল্প বুঝাতে ইংরেজিতে Architecture পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়। যার শাব্দিক বা আভিধানিক অর্থ হলো, "ভবনের নকশা বা নির্মাণ-কৌশল বা নির্মাণ রীতি"।[৩] এ প্রক্ষিতেই ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী বলেছেন, সাধারণত Architecture বলতে আমরা মনুষ্য নির্মিত যে কোন প্রকারের স্বল্প পরিসরের কুঁড়েঘর বা প্রশস্ত অট্টালিকা বুঝি।[৪]

প্রফেসর ডব্লিউ. আর লেথাবি (W. R. Lethaby) স্থাপত্যের সংজ্ঞায় লিখেছেন,

> Architecture is the practical art of building touched with emotion, not only past, but now and in the future.[৫]

যদিও স্থাপত্য বলতে কেবল ইমারতকেই বোঝায় না, কারণ ভূমি পরিকল্পনা ও নির্মাণ প্রক্রিয়া ছাড়াও অসাধারণ ভাস্কর্য চিত্রকলা এবং বিভিন্ন ধরনের নকশা বুঝায়।[৬] কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে স্থাপত্য শিল্প বলতে সাধারণভাবে বাড়ি-ঘর, অট্টালিকা-প্রাসাদ, সুউচ্চ ও মনোরম স্থাপনাকে বুঝানো হচ্ছে। ভূমি পরিকল্পনা ভাস্কর্য, চিত্রকলা, নকশাসহ স্থাপত্য শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলিকে বুঝানো হচ্ছে না।

ইসলামের জীবন দর্শন ও স্থাপত্য শিল্প

মানুষ যুগে যুগে যেসব শিল্পের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে, তন্মধ্যে অন্যতম হলো স্থাপত্য শিল্প। কারণ মানুষের এ পৃথিবীতে আগমনের পর হতেই শীতকালে ঠাণ্ডা হতে, গ্রীষ্মকালে গরম হতে, বর্ষাকালে বৃষ্টি হতে এবং রাতের অন্ধকারে পশু-প্রাণীর আক্রমণ হতে নিজেদেরকে বাঁচাবার জন্য এ শিল্পের প্রয়োজন হয়েছে। তা ছাড়া বিভিন্ন উপাসনা, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা বা অন্য কোন প্রয়োজনে এক স্থানে একত্রিত হবার জন্যও তাদের এই স্থাপত্য শিল্পের প্রয়োজন হয়েছে। মানব সভ্যতার ইতিহাস অধ্যয়ন করলে জানা যায় যে, মিসরী, ব্যাবিলিয়ন, গ্রিক, রোমান ও সাসানী ইত্যাদি জাতি এ শিল্পের প্রতি সেই প্রাচীন কাল থেকেই যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছিল। গ্রিক জাতি শিল্প-সংস্কৃতিতে অতি উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। তারা স্থাপত্য শিল্পেও বেশ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিল। তারা এ শিল্পের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও শৈল্পিক দিকটির প্রতি গুরুত্বারোপ করেছিল। এ শিল্প নির্মাণের কৌশলও তারা আবিষ্কার করেছিল। অতঃপর

৩. Zillur Rahman Siddiqui edited, *Bangla Academy English-Bengali Dictionary*, Dhaka : Bangla Academy, 2008, p. 37

৪. এ.কে.এম. ইয়াকুব আলী, *মুসলিম স্থাপত্য*, রাজশাহী : ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮১, পৃ. ২

৫. W. R. Lethaby, *Architecture*, London : Macmillan and co., 1892, p. 8; উদ্ধৃত, ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান ও হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০

৬. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭

প্রত্যেক জাতি ও গোষ্ঠী তাদের নিজেদের স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে স্থাপত্য শিল্প নির্মাণ করতে থাকে। ফলে প্রত্যেক জাতির নিজস্ব স্থাপত্য শিল্প তৈরি হয়েছে এবং তাতে তাদের ধর্মীয় দর্শনের প্রতিফলন ঘটেছে সুস্পষ্টভাবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ইসলাম ধর্ম বৈরাগ্যবাদ সমর্থন করে না। কারণ নবী স. বলেছেন,

إِنِّي لَمْ أُومَرْ بِالرَّهْبَانِيَّة

আমাকে বৈরাগ্যবাদ অবলম্বনের আদেশ দেয়া হয়নি।[৭]

ইসলাম মুসলিমদেরকে শিখিয়েছে যে, মানুষ চাইলে তার সমস্ত কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়েই তার প্রতিপালকের নিকটবর্তী হতে পারে, তার সন্তুষ্টি পেতে পারে, যদি তা দীনের শিক্ষা ও বিধান অনুযায়ী আদায় করা হয়। সুতরাং আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য এবং তার সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য বৈরাগ্য সাধনের প্রয়োজন নেই। দুনিয়াদারী ছেড়ে দিয়ে ইবাদত-বন্দেগীতে ব্যস্ত হয়ে পড়ার এবং দেহকে নানাভাবে কষ্ট দেয়ারও কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহকে পাওয়ার জন্য আল্লাহ কর্তৃক মানুষের জন্য প্রদত্ত কোন নিয়ামতকেও হারাম করার কোন প্রয়োজন নেই। অন্যদিকে আমরা হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মের ধর্মীয় দর্শনে দেখতে পাই যে, স্রষ্টার সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য লাভ করতে হলে বৈরাগ্য সাধনা করতে হবে। দুনিয়ার ভোগ বিলাস ত্যাগ করে পাহাড়-পর্বতে চলে যেতে হবে। সেখানে রাত দিন স্রষ্টার উপাসনায় ব্যস্ত থাকতে হবে। দুনিয়ার সমস্ত ভোগ বিলাস ছেড়ে দিয়ে; মানবদেহকে নানাভাবে কষ্ট দিয়ে স্রষ্টার ধ্যান উপাসনায় মগ্ন থাকলেই তবে পাওয়া যাবে স্রষ্টার সন্তুষ্টি। তাই এসব ধর্মে অনুসারীদেরকে দুনিয়ার সমস্ত ভোগ বিলাস ত্যাগ করে মানবদেহকে নানাভাবে কষ্ট দিয়ে পাহাড়ে-পর্বতে উপাসনায় ব্যস্ত হতে দেখা যায়।

উপর্যুক্ত এই দর্শনের প্রভাব আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর স্থাপত্য শিল্পেও। বিশেষত তাদের ইবাদত বন্দেগী ও পূজার জন্য নির্মিত বাড়ি-ঘরে। তাই আমরা মুসলিমদের মসজিদগুলো দেখতে পাই যে, তা নির্মিত হয় ভিতর-বাইরে অতি সহজভাবে এবং সাদাসিধে করে, তাদের ধর্মের শিক্ষা ও ধর্মীয় দর্শনের আলোকে। তার অভ্যন্তর ভাগে থাকে না তেমন কোন কারুকার্য, যাতে ভিতরে সালাতরত মুসলিমদের মন সে দিকে মগ্ন হয়ে না পড়ে। আর তার বাহির ভাগ নির্মিত হয় ইসলামী দর্শনের আলোকে প্রায় মিনারা বা আযানখানা সহকারে। আর তাও নির্মিত হয় জনগণের সমাবেশ স্থলে, সড়কের পাশে, বাজারে, চৌরাস্তার মোড়ে এবং এমন

৭. ইমাম আদ-দারিমী, *আস-সুনান*, তাহকীক : ফাওয়ায আহমাদ যামরালী ও খালিদ আস-সাব' আল-'ইলমী, অধ্যায় : আন-নিকাহ, পরিচ্ছেদ : আন-নাহী 'আনিত তাবাত্তুল, বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০৭ হি., হাদীস নং- ২১৬৯; হাদীসটির সনদ সহীহ। মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীছিস সহীহাহ*, রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, তা.বি., হাদীস নং-৩৯৪।

সব স্থানে যেখানে সহজেই পৌছা যায়। আর তাতে রাখা হয় সামনের বা কিবলার দিক ছাড়া বাকি তিন দিকে পর্যাপ্ত পরিমাণের জানালা ও দরজা। যাতে তাতে প্রচুর পরিমাণে আলো-বাতাস প্রবেশ করতে পারে। অতএব, মুসলিমরা তাদের দুনিয়াবী কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করার পাশাপাশি তাদের ধর্মীয় ইবাদত বন্দেগীও আদায় করেন। তারা তাদের ধর্মীয় দর্শন মতে, তাদের ধর্মীয় এবং দুনিয়াবী কর্মকাণ্ড একই সাথে তাদের প্রতিপালকের আদেশ-নিষেধ মতে আদায় করে তার নৈকট্য লাভ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

অতঃপর যখন সালাত সমাপ্ত হবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় আর আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফল হতে পার।[৮]

অন্য দিকে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানরা তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তথা মন্দির, মঠ ও গির্জাগুলো নির্মাণ করে পাহাড়ের চূড়ায়, জঙ্গলে এবং লোকালয় থেকে বহু দূরে। আর যদি লোকালয়ের মধ্যে নির্মাণ করা হয়; তবে তার স্থাপত্য রীতিটি করা হয় প্রায় অন্ধকার করে, যাতে মানব সমাজ থেকে অন্তত রূপকভাবে হলেও দূরে অবস্থান করে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস থেকে দূরে থেকে তাতে একান্ত মনে উপাসনায় নিয়োজিত হওয়া যায়। এভাবেই হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানরা যেমন তাদের স্থাপত্য শিল্পগুলো তাদের ধর্মীয় দর্শনের আলোকে তৈরি করেছে, তেমনিভাবে মুসলিমরাও তাদের ধর্মীয় দর্শন অনুযায়ী তাদের ধর্মীয় ইবাদতের স্থান মসজিদগুলোর স্থাপত্য রীতি আলাদা করে নিয়েছে। ফলে তাদের নিজস্ব স্থাপত্য শিল্প তৈরি হয়েছে।[৯]

আমরা যদি প্রাচীন মিসরীয় স্থাপত্য শিল্পগুলো দেখি তার সাথে গ্রিক স্থাপত্য শিল্পের তুলনা করি তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, এতদুভয়ের নির্মাণ কৌশলে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। প্রথমোক্তদের স্থাপত্য শিল্পগুলো যেমন আকারে বড়, তেমনি শক্ত মজবুতও বটে। তা থেকেই বুঝা যায় যে, তারা একটি ধর্মে দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাসী ছিল। তাদের জীবন-যাপন রীতি থেকে মনে হয়, তারা এ জীবনের পরে আরো একটি জীবনে বিশ্বাসী ছিল। অন্য দিকে গ্রিক জাতির স্থাপত্য শিল্পের দিকে তাকালে মনে হয়, তারা তা অতি সূক্ষ্মভাবে সুন্দর ও সুনিপুণভাবে তৈরি করেছে। কারণ তারা কেবল দুনিয়ার এ জীবনেই বিশ্বাসী ছিল। তদের জীবনযাপন রীতিতে যুক্তির প্রখরতা ও বস্তুবাদী দর্শনের প্রতিফলন হয়েছে।[১০]

৮. আল-কুরআন, ৬২ : ১০

৯. সৈয়দ আলী আহসান, *শিল্পবোধ*, ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৩ খ্রি., পৃ. ১৩৯

১০. ড. হামদি কোমাইস, *আত্তাযাওয়াক আল ফান্নি ওয়া দাওরুল ফান্নান ওয়াল মুস্তামতে*, আল-হাইয়্যাতুল 'আম্মা লি শুয়ূনুল মাতাবে আল আছারিয়া, তা. বি., পৃ. ৬৭

মোট কথা হলো, যে কোন জাতির স্থাপত্য শিল্পে তাদের ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মীয় দর্শনের প্রতিফলন ঘটে। তেমনিভাবে শিল্পীর ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি ও চিন্তা ভাবনার প্রতিফলনও ঘটে। আর যে যুগে তা নির্মিত হয়েছে সে যুগের মন মানসিকতা চিন্তা-ভাবনাও তাতে সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাই প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক যুগের আলাদা বিশেষ স্থাপত্য শিল্প তৈরি হয়। তাতে তাদের চিন্তা দর্শন, ধর্মীয় বিশ্বাস ও অর্থনৈতিক ভাবনার প্রতিফলন ঘটে এবং তাদের জীবনবোধ ও সৌন্দর্যবোধ প্রতিভাত হয়।

স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক; নেতিবাচক নয়। ইসলাম মুসলিমদেরকে স্থাপত্য শিল্প নির্মাণের অনুমোদন দেয়। তাতে শৈল্পিক ভাবনার প্রতিফলন ঘটানোর অনুমোদনও দেয়। বাড়ি-ঘর এবং অট্টালিকা কারুকার্যময় করার অনুমতিও দেয়। তবে তা সবই হতে হবে অহংকার প্রকাশ না করার ও বিলাসিতা প্রকাশ না করার শর্তে এবং অপব্যয় ব্যতিরেকে। আল কুরআন এবং মহানবীর হাদীসে এর প্রতি বার বার ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল-কুরআনে হুসূন (حُصُونُ)[১১] বা কিল্লা, সায়াসি (صَيَاصِي)[১২] বা দুর্গ, বুরুজ (البروج)[১৩] বা উচ্চ অট্টালিকা ও দুর্গ, কুসূর (قُصُور)[১৪] বা অট্টালিকা, গুরফ, (الْغُرْفَ)[১৫] বা কক্ষ, জুদুর (جُدُرُ)[১৬] বা দেয়াল, সারূহ (الصَّرْحَ)[১৭] বা প্রাসাদ, কুরা মুহাস্‌সানা (قُرًى مُحَصَّنَة)[১৮] বা 'সুরক্ষিত জনপদ' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।[১৯] যেমন এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ﴾

তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবে, যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর।[২০]

অর্থাৎ তোমরা সুদৃঢ় উচ্চ দুর্গে অবস্থান করলেও তোমাদের মৃত্যু অবশ্যই আসবে। তোমরা মৃত্যু থেকে কিছুতেই রেহাই পাবে না, পালাতে পারবে না। এ আয়াত থেকে প্রমাণ হয়, সুদৃঢ় উচ্চ দুর্গ ও অট্টালিকা নির্মাণ করা ও তাতে বসবাস করা বৈধ।

১১. আল-কুরআন, ৫৯ : ২
১২. আল-কুরআন, ৩৩ : ২৬
১৩. আল-কুরআন, ৮৫ : ১
১৪. আল-কুরআন, ৭ : ৭৪
১৫. আল-কুরআন, ২৫ : ৭৫
১৬. আল-কুরআন, ৫৯ : ১৪
১৭. আল-কুরআন, ২৭ : ৪৪
১৮. আল-কুরআন, ৫৯ : ১৪
১৯. ড. হাসান আল বাশা, *মাদখাল ইলাল আসার আল ইসলামিয়া*, কাহেরা : দারুন নাহদা, ১৯৯৬ খ্রি., পৃ. ২১
২০. আল-কুরআন, ৪ : ৭৮

আল্লাহ তা'আলা অপর এক আয়াতে বলেন,

﴿قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ﴾

তাকে বলা হল, 'প্রাসাদটিতে প্রবেশ কর'। অতঃপর যখন সে তা দেখল, সে তাকে এক গভীর জলাশয় মনে করল এবং তার পায়ের নলাদ্বয় অনাবৃত করল। সুলাইমান বললেন, 'এটি আসলে স্বচ্ছ কাঁচ-নির্মিত প্রাসাদ।'[২১]

এ আয়াতটিও প্রমাণ করে যে, অতি উচ্চমানের শিল্পসম্মত সুরম্য বাড়ি ও প্রাসাদ নির্মাণ করা বৈধ। কারণ সুলাইমান আ. একটি স্বচ্ছ কাঁচের উচ্চমানের শিল্পসম্মত প্রাসাদ নির্মাণ করে তার তলদেশ দিয়ে পানি প্রবাহিত করেন। তা এমন সুকৌশলে নির্মাণ করেন যে, যারা এর সম্পর্কে অবগত নয়, তারা মনে করে যে, তা পানি। অথচ পানি এবং পথচারীর মধ্যে স্বচ্ছ কাঁচের আবরণ রয়েছে। ফলে তার পায়ে পানি লাগার কোন সম্ভাবনা নেই। এ থেকে বুঝা যায় যে, সুলাইমান আ. নির্মিত এ প্রাসাদটিতে অতি উচ্চমানের শিল্প নৈপুণ্যের সমাবেশ ঘটেছিল। এ ঘটনা প্রমাণ করে যে, এ জাতীয় শিল্পমানের প্রাসাদ তৈরি করা এবং প্রাসাদকে কারুকার্যময় করা, তাতে বসবাস করা ইসলামে বৈধ।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾

আর স্মরণ কর, যখন আদ জাতির পর তিনি তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করলেন এবং তোমাদেরকে যমীনে আবাস দিলেন। তোমরা তার সমতল ভূমিতে প্রাসাদ নির্মাণ করছ এবং পাহাড় কেটে বাড়ি বানাচ্ছ। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র নিয়ামত সমূহকে স্মরণ কর এবং যমীনে ফাসাদকারীরূপে ঘুরে বেড়িয়ো না।[২২]

উপর্যুক্ত আয়াতে "তোমরা তার সমতল ভূমিতে প্রাসাদ নির্মাণ করছ এবং পাহাড় কেটে বাড়ি বানাচ্ছ" একথা বলার পর "সুতরাং তোমরা আল্লাহর নিয়ামতসমূহকে স্মরণ কর" এ কথা বলা থেকে বুঝা যায়, প্রাসাদ আল্লাহ তা'আলার একটি বড় নিয়ামত। প্রাসাদ তৈরি করা বৈধ না হলে তাকে আল্লাহর নিয়ামত হিসেবে উল্লেখ করা হতো না।

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ স.ও তাঁর হাদীসে মু'মিনদেরকে এমন একটি অট্টালিকার সাথে তুলনা করেছেন, যার একটি অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে। তিনি বলেন,

২১. আল-কুরআন, ২৭ : ৪৪
২২. আল-কুরআন, ৭ : ৭৪

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

নিশ্চয় এক মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য অট্টালিকা স্বরূপ; যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে।[২৩]

রাসূলুল্লাহ স. তিনি সহ সকল নবী-রাসূলকে একটি সুউচ্চ ও সুন্দর অট্টালিকার সাথে তুলনা করে বলেন,

...فَقَالُوا مَا أَحْسَنَ بُنْيَانَ هَذَا الْقَصْرِ لَوْ تَمَّتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ

তারা বললো, এ প্রাসাদের নির্মাণ কৌশল কতোই না চমৎকার হতো, যদি তাতে এই ইটটি বসানো হতো![২৪]

অট্টালিকা নির্মাণ বৈধ না হলে রাসূলুল্লাহ স. কখনো নবী-রাসূলগণকে এবং মুসলিমদেরকে অবৈধ ও হারাম একটি জিনিসের সাথে তুলনা করতেন বলে মনে হয় না। ইসলামী শিল্পকলার কিছু কিছু পাঠক মনে করেন, বাড়িঘর ইত্যাদি সুনিপুণভাবে নির্মাণ করা, কারুকার্যময় করা, উচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করা ইসলামী শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক। কারণ ইসলাম দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতাকে অপছন্দ করে। ইসলাম মুসলিমদেরকে ভোগ-বিলাস ত্যাগ করে ইবাদত-বন্দেগীতে ব্যস্ত হতে আহ্বান জানায়। কাজেই ইসলাম প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাড়িঘর তৈরি এবং তাতে কারুকার্য করতে নিষেধ করে।

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন, উচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ অনেকেই মাকরূহ বলে মনে করেন। এ মত পোষণকারীগণের মধ্যে বিশিষ্ট তাবি'ঈ আল-হাসান আল-বাসরী (২১-১১০ হি.) রহ. অন্যতম।[২৫] তাঁরা নবী স. এর নিম্নোক্ত হাদীসগুলো দ্বারা দলিল দিয়ে থাকেন।

إذا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ هَوَانًا أَنْفَقَ مالَهُ فِي الْبُنْيانِ وَالْمَاءِ والطِّينِ

আল্লাহ কোন বান্দাহকে অপদস্থ করতে চাইলে তখন তার সম্পদ বাড়ি-ঘর, পানি ও মাটিতে ব্যয় করেন।[২৬]

২৩. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মাসাজিদ, পরিচ্ছেদ : তাশবীকুল আসাবি' ফিল মাসজিদ ওয়া গায়রিহী, বৈরূত : দারু ইবনি কাছীর, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি., হাদীস নং-৪৬৭

২৪. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, বৈরূত : মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি., খ. ১৫, পৃ. ১৯৪, হাদীস নং- ৯৩৩৭; হাদীসটির সনদ সহীহ।

২৫. ইমাম কুরতুবী, *আল-জামি' লি-আহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২৩৯-২৪০

২৬. ইমাম বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১০ হি., হাদীস নং-১০৭২০; হাদীসটির সনদ যঈফ (দুর্বল); আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীছিয যঈফাহ ওয়াল মাওযূ'আহ ওয়া আছারুহাস সায়্যি ফিল উম্মাহ*, রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, তা.বি., হাদীস নং-২২৯৫

অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

من بنى فوق ما يكفيه كلف أن يحمله يوم القيامة على عنقه

যে ব্যক্তি তার প্রয়োজন অতিরিক্ত বাড়ি নির্মাণ করবে, কিয়ামত দিবসে সে তা তার ঘাড়ের উপর বহন করে নিয়ে আসবে।[২৭]

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন, এটা আমারও অভিমত। কারণ রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

وَمَا أَنْفَقَ الْمُؤْمِنُ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّ خَلْفَهَا عَلَى اللَّهِ ضَامِنٌ إِلاَّ مَا كَانَ فِي بُنْيَانٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ

মুমিন যে অর্থই ব্যয় করে তার জন্য সে আল্লাহর কাছে উত্তম প্রতিদান পাবে। তবে বাড়ি-ঘরের নির্মাণের জন্য যা ব্যয় করে বা আল্লাহর নাফরমানী করতে গিয়ে যা ব্যয় করে তার জন্য সে কোন উত্তম প্রতিদান পাবে না।[২৮]

রাসূলুল্লাহ স. আরো বলেছেন,

لَيْسَ لِابْنِ آدَمَ حَقٌّ فِي سِوَى هذِهِ الخِصَالِ : بَيْتٌ يَسْكُنُهُ ، وَثَوْبٌ يُوارِي عَوْرَتَهُ ، وَجِلْفُ الخُبزِ وَالماءِ

আদম সন্তানের জন্য কেবল এ জিনিসগুলো ছাড়া অন্য কিছু পাওয়ার হক নেই, বসবাসের জন্য একটি বাড়ি, সতর ঢাকার জন্য একটি পোশাক এবং রুটির টুকরা ও পানি।[২৯]

কাইস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খাব্বাব ইবনুল আরত রা.-এর কাছে তাঁকে অসুখের সময় দেখতে গেলাম। তখন দেখলাম যে, তিনি তাঁর একটি দেয়াল তৈরি করছেন। তখন তিনি বললেন, 'মুসলিমকে সব কাজের জন্য প্রতিদান দেয়া হবে, কেবল এ মাটিতে যা করে তা ব্যতীত।' ইতিমধ্যে তার পেটে সাতবার আগুনের ছ্যাঁকা (থেরাপী) দেয়া হয়েছে। তিনি আরো বললেন, যদি রাসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে মৃত্যুর জন্য দু'আ করতে নিষেধ না করতেন, তবে আমি মৃত্যুর জন্য দু'আ করতাম। (অপর বর্ণনায় অতিরিক্ত আছে) তারপর বলেন, আমাদের যেসব বন্ধু মারা গেছেন তাঁদের দুনিয়ার কোন কিছু তাঁদের ক্ষতি করতে পারেনি। আমরা তাঁদের পরে এমন কিছু পেয়েছি যা রাখার জন্য এ মাটি ছাড়া আর কিছু পাই না।[৩০]

২৭. ইমাম তাবারানী, *আল-মুজামুল কাবীর*, মাওসিল : মাকতাবাতুল উলূমি ওয়াল হিকাম, ১৪০৪ হি./১৯৮৩ খ্রি., হাদীস নং-১০২৮৭; হাদীসটির সনদ খুবই দুর্বল; আল-আলবানী, *যঈফুত তারগীব ওয়াল তারহীব*, রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, তা.বি., হাদীস নং-১১৭৬

২৮. ইমাম দারা কুতনী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ', বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ১৩৮৬ হি./১৯৬৬ খ্রি., হাদীস নং-১০১; হাদীসটির সনদ যঈফ (দুর্বল); আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীছিয যঈফাহ ওয়াল মাওযূ'আহ ওয়া আছারুহাস সায়্যি ফিল উম্মাহ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৮৯৮

২৯. ইমাম তিরমিযী, *আল-জামি'*, তাহকীক : আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির ও অন্যান্য, অধ্যায় : আয-যুহ্দ, পরিচ্ছেদ : আয-যিহাদাহ ফিদ্দুনয়া, বৈরূত : দারু ইহ্ইয়াইত তুরাছিল আরাবী, তা.বি., হাদীস নং-২৩৪১। হাদীসটির সনদ মুনকার; আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীছিয যঈফাহ ওয়াল মাওযূ'আহ ওয়া আছারুহাস সায়্যি ফিল উম্মাহ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১০৬৩

৩০. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মারযা, পরিচ্ছেদ : তামান্নাল মারীযি বিল-মাওতি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৬৭

আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি একবার রাসূলুল্লাহ স. এর সাথে মদীনার রাস্তায় হাঁটছিলাম। তখন তিনি ইটের তৈরি একটি গম্বুজ দেখতে পেলেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটি কার? আমি বললাম অমুকের। তখন তিনি বললেন, 'কিয়ামত দিবসে প্রতিটি বাড়ি তার মালিকের ঘাড়ের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে, তবে যা মসজিদ হিসেবে বানানো হয় বা মসজিদের ঘর হিসেবে বানানো হয় তা ব্যতীত। (আসওয়াদ নামক এক রাবী এ সন্দেহটি প্রকাশ করেছেন।) অতঃপর আবার একদিন সে পথে গেলেন তখন গম্বুজটি দেখতে পেলেন না। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, গম্বুজটি কী করা হয়েছে? আমি জবাব দিলাম, আপনি যা বলেছিলেন তা তার মালিক শুনেছিল। তাই তিনি তা ভেঙ্গে ফেললেন। তখন মহানবী স. বললেন, আল্লাহ তাকে দয়া করুন।'[৩১]

আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ স. আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন আমরা আমাদের একটি ঝুপড়ি মেরামত করছিলাম। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কী করছ? আমরা বললাম, এটি আমাদের একটি ঝুপড়ি, যা নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তাই আমরা তা ঠিক করছি। তিনি বলেন, তখন মহানবী স. বললেন, তবে মৃত্যু এর চেয়ে আরো বেশি দ্রুতগামী।'[৩২]

উম্মে মুসলিম আল-আশজায়ীয়া রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. একবার তার কাছে আসলেন। তখন তিনি একটি গম্বুজে ছিলেন, তখন মহানবী সা. বললেন, এটি কতইনা সুন্দর হতো যদি তাতে মৃত্যু না আসত! তিনি বলেন, তখন আমি তা অনুসরণ করতে থাকলাম।'[৩৩]

دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ نَعُودُهُ وَهُوَ يَبْنِي حَائِطًا لَهُ فَقَالَ الْمُسْلِمُ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَلَا مَا يَجْعَلُ فِي هَذَا التُّرَابِ وَقَدْ اكْتَوَى سَبْعًا فِي بَطْنِهِ وَقَالَ لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ

৩১. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ২১, পৃ. ২৬, হাদীস নং- ১৩৩০১; হাদীসটির সনদ য'ঈফ।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَرَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فَرَأَى قُبَّةً مِنْ لَبِنٍ فَقَالَ لِمَنْ هَذِهِ فَقُلْتُ لِفُلَانٍ فَقَالَ أَمَا إِنَّ كُلَّ بِنَاءٍ هَدٌّ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَا كَانَ فِي مَسْجِدٍ أَوْ فِي بِنَاءِ مَسْجِدٍ شَكَّ أَسْوَدُ أَوْ أَوْ أَوْ ثُمَّ مَرَّ فَلَمْ يَلْقَهَا فَقَالَ مَا فَعَلَتْ الْقُبَّةُ قُلْتُ بَلَغَ صَاحِبَهَا مَا قُلْتَ فَهَدَمَهَا قَالَ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ

৩২. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৪৬, হাদীস নং- ৬৫০২; হাদীসটির সনদ সহীহ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُصْلِحُ خُصًّا لَنَا فَقَالَ مَا هَذَا قُلْنَا خُصًّا لَنَا وَهَى فَنَحْنُ نُصْلِحُهُ قَالَ فَقَالَ أَمَا إِنَّ الْأَمْرَ أَعْجَلُ مِنْ ذَلِكَ

৩৩. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪৫, পৃ. ৪৫৭, হাদীস নং- ২৭৪৬৫; হাদীসটির সনদ য'ঈফ।

عَنْ أُمِّ مُسْلِمٍ الْأَشْجَعِيَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهَا وَهِيَ فِي قُبَّةٍ فَقَالَ مَا أَحْسَنَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَيِّتَةٌ قَالَتْ فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُهَا

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

النَّفَقَةُ كُلُّهَا فِي سَبِيلِ اللهِ إِلاَّ الْبِنَاءَ فَلاَ خَيْرَ فيه

সব খরচ আল্লাহর পথে খরচ বলে গণ্য হবে কেবল বাড়ির জন্য খরচ ব্যতীত। তাতে কোন কল্যাণ নেই।[৩৪]

আব্দুল্লাহ ইবন ওমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী স. বলেছেন,

اتَّقُوا الْحَرَامَ فِي الْبُنْيَانِ، فَإِنَّهُ أَسَاسُ الْخَرَابِ

তোমরা বাড়ি-ঘর নির্মাণে হারাম থেকে বিরত থাকো। কারণ তা সর্বনাশের মূল ভিত্তি।[৩৫]

ইবন হাজার আল আসকালানী রহ. বলেন,

وهذا كله محمول على مالا تمس الحاجة إليه مما لا بد منه للتوطن وما يقي البرد والحر وقد اخرج أبو داود أيضا من حديث أنس رفعه اما ان كل بناء وبال على صاحبه الا ما لا الا ما لا أي الا ما لا بد منه

যে সব বাড়িঘর বসবাসের জন্য প্রয়োজন নয়, যা মানুষকে ঠাণ্ডা গরম থেকে বাঁচায় না, সে সব বাড়ি-ঘরের ক্ষেত্রেই হাদীসগুলোর উর্পযুক্ত বক্তব্যগুলো প্রযোজ্য। আনাস রা. থেকে একটি মারফু হাদীসে বর্ণিত আছে, 'সব বাড়ি-ঘর তার মালিকের জন্য ক্ষতিকর বলে পরিগণিত হবে, তবে যা তার বসবাসের জন্য আবশ্যক তা ব্যতীত।....

তিনি আরো বলেন,

... وكلامه يوهم ان في البناء كله الإثم وليس كذلك بل فيه التفصيل وليس كل ما زاد منه على الحاجة يستلزم الإثم ... وأن كان في بعض البناء ما يحصل به الأجر مثل الذي يحصل به النفع لغير الباني فإنه يحصل للباني به الثواب والله سبحانه وتعالى اعلم

দাউদীর কথা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সব রকমের বাড়ি-ঘর নির্মাণ করা পাপ। আসলে ব্যাপার কিন্তু তা নয়। বরং এ ক্ষেত্রে কিছু বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। যেসব বাড়ি-ঘর প্রয়োজনের অতিরিক্ত, তা সবই নির্মাণ করা পাপ নয়। বরং এরূপ কিছু কিছু বাড়ি-ঘর নির্মাণ করা ছাওয়াবের কাজ। যেমন যে বাড়ি-ঘর দ্বারা নির্মাতা ছাড়া অন্যরাও উপকৃত হয় তা দ্বারা নির্মাতা ছাওয়াব পাবেন। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।[৩৬]

---

৩৪. ইমাম তিরমিযী, *আল-জামি'*, অধ্যায় : সিফাতুল কিয়ামাহ ওয়ার রাকায়িক ওয়ার ওরা', প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৩৪১; হাদীসটির সনদ য'ঈফ।

৩৫. ইমাম বায়হাকী, শু'*আবুল ঈমান*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১০৭২২; আল্লামা মুনাবী আল-জামি'উস সাগীরের শরাহয় বলেন, ইবনুল জাওযী বলেন, হাদীসটি সহীহ নয়। খ. ১, পৃ. ৫৭

৩৬. ইবন হাজার আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৯৩

শেখ আব্দুর রহমান আল-বান্না এসব হাদীসের উপর টীকা লিখতে গিয়ে বলেন, 'এই অভিসম্পাত তাদের উপর অর্পিত হবে যারা দুনিয়াতে চিরস্থায়ীভাবে থাকার আশায় বা অহঙ্কার প্রকাশের জন্য বা গরিব-দুঃখী মানুষের সামনে বড় লোক বলে জাহির করার জন্য বা যারা দুনিয়াতে চিরদিন থাকার চেষ্টা করে, তাদের সাদৃশ্য ধারণের জন্য বাড়ি-ঘর নির্মাণ করে তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। যারা এরূপ করে তাদের নিন্দা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴾

আর তোমরা সুদৃঢ় প্রাসাদ নির্মাণ করছ, যেন তোমরা স্থায়ী হবে।[৩৭]

শেখ মুহাম্মাদ আল-গাযালী বলেন, 'যদি এসব হাদীসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করা হত; তাহলে কোন শহর-নগর ও গ্রাম গড়ে উঠত না। মানুষ ঝুপড়িতেই বসবাস করত। যেখানে তারা বিনা কষ্টে সতর ঢাকতে পারত না। সত্য কথা হলো: এসব হাদীস যারা নিজেদেরকে ধনী হিসেবে প্রকাশের জন্য বা গর্ব-অহঙ্কার প্রকাশের জন্য বা বড়লোক বলে জাহির করার জন্য বাড়ি-ঘর করে তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। নিঃসন্দেহে অট্টালিকা নির্মাণ বৈধ।[৩৮]

সায়্যিদ সাবিক তার 'দাওয়াতুল ইসলাম' নামক গ্রন্থে বলেন, 'অট্টালিকা নির্মাণ ও তা কারুকার্যময় করা অপছন্দ করে যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এসব হাদীসের তাৎপর্য হচ্ছে, যারা তা অহঙ্কার প্রকাশ করার জন্য বা মানুষের সামনে নিজেকে বড়লোক বলে জাহির করার জন্য নির্মাণ করে, তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যারা কেবল সৌন্দর্য দেখে আনন্দ উপভোগ করার জন্য তা তৈরি করে তাদের ক্ষেত্রে এসব হাদীস প্রযোজ্য নয়। কারণ তাতো সব সময় কাম্য।'[৩৯]

অতএব, উচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ ও তা কারুকার্যময় করা এবং তার সৌন্দর্য দেখে আনন্দ উপভোগ করা ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ নয়; বৈধ। বরং তা কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে পরিণত হয়, যদি অহঙ্কার প্রকাশ বা নিজেকে বড়লোক বলে জাহির না করে নির্মাণ করা হয়। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ স.-এর কোনো কোনো সাহাবীও বিনা দ্বিধায় অট্টালিকা ও প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস রা. বসরায় একটি অট্টালিকা তৈরি করেছিলেন। সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস রা. বসরার গভর্নর ছিলেন। তিনি এ অট্টালিকা নির্মাণের পর বলেন, এ অট্টালিকা তো লোকদেরকে আমার নিকট থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে! এ সংবাদ ওমর রা. শুনার পর তিনি মুহাম্মাদ ইবন মাসলামাকে বসরায় পাঠান এবং তাকে আদেশ দেন, যেন তিনি বসরায় পৌঁছে

৩৭. আল-কুরআন, ২৬ : ১২৯

৩৮. মুহাম্মদ আল গাযালী, *মিয়াতু সাওয়ালিন আনিল ইসলাম*, খ. ১, পৃ. ১৭৭-১৭৮

৩৯. সায়্যিদ সাবিক, *দাওয়াতুল ইসলাম*, বৈরূত : দারুল ফিক্‌র, তা. বি., পৃ. ৩৬

বাড়িটিতে আগুন লাগিয়ে দেন। তখন তিনি বসরা গিয়ে বাড়িটি আগুন লাগিয়ে দিয়ে পুড়িয়ে ফেলেন। আল্লামা ইবন তাইমিয়ার মতে, ওমর রা. এ কাজটি করেছিলেন অট্টালিকা তৈরি ইসলামে নিষিদ্ধ বলে নয়, বরং তিনি তা করেছিলেন একজন গভর্নর জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন বলেই। কারণ তিনি চাননি তার কোন গভর্নর জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জনগণের দুঃখ-দুর্দশা না দেখে দায়িত্ব পালন করুক।[৪০]

সাহাবীদের পরে তাবি'য়ী, তাবে-তাবি'য়ী ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের যুগে এবং তার পরবর্তী যুগেও মুসলিমরা পৃথিবীর সর্বত্র নির্দ্বিধায় অট্টালিকা ও প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন। দুর্গ গড়ে তুলেছেন।

আমি মনে করি, কেবল নিজের পরিবার-পরিজন নিয়ে বসবাসের জন্য বহুতল অট্টালিকা ও প্রাসাদ নির্মাণ করা মাকরূহ থেকে মুক্ত নয়। তবে ব্যবসার মাধ্যম হিসেবে ভাড়া দিয়ে অর্থ রোজগার করার জন্য অট্টালিকা ও প্রাসাদ নির্মাণ করা মাকরূহ নয়। বরং তা ছাওয়াবের কাজও হতে পারে, যদি মানুষের আবাসন সমস্যার সমাধান কল্পে তা তৈরি করা হয়। বিশেষত তা যদি বড় বড় শহরগুলোতে তৈরি করা হয়। কারণ বর্তমান যুগে আমাদের এই ঢাকা শহরের মত শহরে বহুতল ভবন নির্মাণ করা না হলে; আরো দু চার দশটি ঢাকা শহরের মত শহরের প্রয়োজন হবে। তখন দেখা দিবে তীব্র ভূমি সংকট। ইসলাম এমন কোন সিদ্ধান্ত দেয় না, যা মানুষের সমস্যা বাড়ায়। ইসলাম এসেছে মানুষের সমস্যা সমাধানের জন্য, সমস্যা বাড়াবার জন্য নয়। এ কারণেই ফকীহগণ বলেছেন, 'যেখানেই মানব কল্যাণ সেখানেই ইসলাম'।

স্থাপত্য শিল্পের প্রতি ইসলামের দিক নির্দেশনা

ইসলামী গবেষকগণ স্থাপত্য শিল্প নির্মাণে বেশ কিছু দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তারা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামের দৃষ্টিতে যে সব মূলনীতি অবলম্বন করে স্থাপত্য শিল্প নির্মিত হওয়া আবশ্যক তার বিবরণও দিয়েছেন। আমরা এখানে পাঠকদের সামনে তা পেশ করছি :

১. স্থাপত্য শিল্প নির্মাণে ইসলামের নির্দেশিত সীমারেখা ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মসজিদ নির্মাণের সময় অবশ্যই নবী স. কর্তৃক মাসজিদে নববী তৈরিকালে নির্ধারিত বিশেষ শিল্পরূপটির প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। তাকে প্রায়

৪০. ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, *আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা*, বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ১৩৮৬ হি., মাজমু ফাতাওয়া ইবন তাইমিয়া, খ. ৫, পৃ. ১১৮

وَكَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ قَدْ بَنَى لَهُ بِالْكُوفَةِ قَصْرًا، وَقَالَ: أَقْطَعُ عَنِّي النَّاسَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُحَرِّقَهُ، فَاشْتَرَى مِنْ نَبَطِيٍّ حُزْمَةَ حَطَبٍ، وَشَرَطَ عَلَيْهِ حَمْلَهَا إِلَى قَصْرِهِ، فَحَرَّقَهُ؛ فَإِنَّ عُمَرَ كَرِهَ لِلْوَالِي الِاحْتِجَابَ عَنْ رَعِيَّتِهِ؛ وَلَكِنْ بُنِيَتْ قُصُورُ الْأُمَرَاءِ

চতুর্ভূজাকৃতি বিশিষ্ট করে ভিতরে বাইরে একেবারে সাদাসিধে করে তৈরি করতে হবে। কিবলা ছাড়া বাকি তিন দিকে দরজা জানালা রাখা যাবে। এটাই হলো ইসলামের দৃষ্টিতে মসজিদের স্থাপত্য রীতি।

রাবেতা আলম আল-ইসলামী মসজিদের ডিজাইনে তার স্থাপত্য রীতি ও রূপ-রেখা অক্ষুণ্ন রাখা আবশ্যক বলে মনে করে। এ কারণেই তারা গোটা বিশ্বের মুসলিমদেরকে মসজিদের স্থাপত্য রীতি ও রূপ-রেখা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। এখানে আমরা রাবেতার উপদেশাবলি পেশ করছি :

১) মসজিদকে মুসলিম সমাজের প্রাণকেন্দ্র রূপে গড়ে তুলতে হবে। কেননা ইসলামে সমাজের সকল জনহিতকর কার্যক্রম ধর্মীয় কর্তব্যের শামিল। কাজেই মসজিদের জন্য নির্বাচিত স্থানটি হবে একেবারে শহরের মধ্যে বা এমন উন্মুক্ত স্থানে যেখানে সকলেই সহজে যাতায়াত করতে পারে। তা শহরেই হোক কিংবা গ্রামে বা মহল্লায় বা কর্মস্থলে হোক।

২) মসজিদ সাদাসিধেভাবে তৈরি করতে হবে। যে পরিবেশে তা তৈরি করা হচ্ছে তার প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। অবশ্য স্থাপত্য রীতিতে আধুনিক কলা কৌশলের ব্যবহার করা যাবে। যেমন:

ক) সালাতের স্থানটি এমন স্বাস্থ্যকর হতে হবে, যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে আলো বাতাস থাকে এবং অতিরিক্ত ঠাণ্ডাও না হয়; আবার অতিরিক্ত গরমও না হয়।

খ) মহিলাদের জন্য আলাদাভাবে সালাত আদায়ের ব্যবস্থা রাখা যাবে, যেখানে তারা পুরুষদের সাথে মেলামেশা না করে যাতায়াত করতে পারে।

গ) মসজিদে সালাতের স্থান ছাড়াও একটি লাইব্রেরী, আর তাতে বসে লেখা-পড়া করার মত স্থান এবং একটি মিলনায়তন বা সেমিনার-সিম্পোজিয়াম করার জন্য হল ঘর রাখা যাবে।

ঘ) মসজিদের পাশে সালাতের সময় ছাড়া অন্য সময়, বিশেষত শীত-গ্রীষ্মের ছুটির সময় যাতে শিশুরা খেলা ধুলা করতে পারে, আনন্দ-বিনোদন করতে পারে সে জন্য খেলার মাঠ থাকতে পারে।

ঙ) মেয়েদেরকে ঘর রান্নার কাজ শেখাবার জন্য একটি বিশেষ বিভাগ রাখা যাবে।

চ) মসজিদের সাথে প্রাথমিক চিকিৎসা দানের জন্য একটি ডিস্পেনসারী রাখা যাবে। মৃত মানুষদের গোসল দান ও কাফন পরাবার জন্য একটি আলাদা কক্ষ রাখা যাবে।

ছ) মসজিদ নির্মাণের সময় এমন স্থান নির্বাচন করতে হবে, যেখানে মসজিদের সম্মান রক্ষা করা যায়। সুতরাং তা সিনেমা হল বা ক্লাব ইত্যাদির পাশে নির্মাণ করা ঠিক হবে না; যেখানে মসজিদের সম্মান রক্ষা করা যাবে না।

জ) মসজিদের পাশে মসজিদ সংলগ্ন মুসাফিরখানা থাকতে পারে, যেখানে বিদেশি মেহমানদের থাকার ব্যবস্থা ও মেহমানদারী করার ব্যবস্থা থাকবে।

২. পর্দার ব্যবস্থা থাকা

ইসলামের দৃষ্টিতে স্থাপত্য শিল্প নির্মাণের সময় যে সব বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয় তার আর একটি হলো বাড়ি-ঘর এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে মুসলিমদের পর্দা রক্ষা করা সহজতর হয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে সতর ঢাকতে ও পর্দা করতে আদেশ দিয়েছেন। মানুষের নজরের বাইরে থাকতে বলেছেন। অন্যের বাড়ি-ঘরে পূর্বানুমতি না নিয়ে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ - فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ - لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্য কারও গৃহে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তোমরা অনুমতি নিবে এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম দিবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। অতঃপর যদি তোমরা সেখানে কাউকে না পাও তাহলে তোমাদেরকে অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত তোমরা সেখানে প্রবেশ করো না। আর যদি তোমাদেরকে বলা হয়, 'ফিরে যাও' তাহলে ফিরে যাবে। এটাই তোমাদের জন্য অধিক পবিত্র। তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবগত। যে ঘরে কেউ বাস করে না, তাতে তোমাদের কোন ভোগসামগ্রী থাকলে, সেখানে তোমাদের প্রবেশে কোন পাপ হবে না। আর আল্লাহ জানেন যা তোমরা প্রকাশ কর আর যা তোমরা গোপন কর।[৪১]

বুখারীর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

لَوِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ، خَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ

যদি কেউ তোমার বাড়ির অভ্যন্তরে তোমার অনুমতি বিহীন চোখ দেয়; আর তুমি তাকে পাথর নিক্ষেপ করে তার চোখ কানা করে দাও; তাহলে তোমার কোন দোষ হবে না।[৪২]

---

৪১. আল-কুরআন, ২৪ : ২৭-২৯

৪২. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আদ-দিয়াত, পরিচ্ছেদ : মান আখাযা হাক্কাহু আও ইকত্সা দূনাস সুলতানি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৬৪৯৩

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, অন্যের বাড়ির অভ্যন্তরে তার অনুমতি ছাড়া দৃষ্টি দেয়া অপরাধ। তেমনিভাবে এ হাদীস থেকে এটাও বুঝা যায় যে, বাড়ি-ঘর এমনভাবে তৈরি করা যে, বাহির থেকেই তার অভ্যন্তরের সব কিছু এমনিতেই দেখা যায়, তাও অপরাধ।

৩. প্রশস্ত করে তৈরি করা

বাড়ি ঘর নির্মাণের সময় তৃতীয় যে বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে তা হচ্ছে প্রশস্ত করে তৈরি করা। কারণ রাসূলুল্লাহ স. চাইতেন তার বাড়ি ঘর প্রশস্ত হোক। তিনি বাড়ি–ঘর প্রশস্ত হওয়াকে সৌভাগ্য বলেও মনে করতেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

أربع من السعادة : المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء

চারটি জিনিস সৌভাগ্যের প্রতীক, সতী-সাধ্বী স্ত্রীলোক, প্রশস্ত বাড়ি-ঘর, সৎ প্রতিবেশী এবং ধৈর্যশীল বাহন।[৪৩]

তিনি প্রায় সময় এ দু'আটি পড়তেন,

اللهمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي ، وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي

হে আল্লাহ আমার পাপ ক্ষমা করে দিন, আমার বাড়ি-ঘর প্রশস্ত করে দিন, আর আমার রিয্‌কে বরকত দিন।

এ দু'আ শুনে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি এ দু'আটি কত বেশিই না করেন? তখন তিনি বললেন, কল্যাণের আর কিছু চাইতে বাকি আছে কি?[৪৪]

৪. বসবাসকারীর মনস্তুষ্টি

স্থাপত্য শিল্পের প্রতি ইসলাম যে সব নির্দেশনা দেয়, তার মধ্যে আর একটি হলো বসবাসকারীর মনস্তুষ্টি অর্জিত হওয়া। অর্থাৎ বাড়ি-ঘর এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে বসবাসকারী সেখানে মানসিক প্রশান্তি লাভ করে বাস করতে পারে। সে সেখানে সামাজিক নানা বাধা অতিক্রম করে মুক্ত হয়ে তার একান্ততা (privacy) ও স্বাধীনতা রক্ষা করে বসবাস করতে পারে, শান্তি পায় এবং আরামে জীবন যাপন করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের প্রতি তার করুণা ও দয়ার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন,

৪৩. ইমাম ইবনু হিব্বান, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আন-নিকাহ, বৈরূত : মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি., হাদীস নং- ৪০৩২। হাদীসটি সাহীহ। দ্র. আল-আলবানী, *আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ*, হাদীস নং- ২৮২

৪৪. ইমাম নাসায়ী, *আস-সুনান*, তাহকীক : আবুল ফাতাহ আবূ গুদ্দাহ, অধ্যায় : 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লায়লাহ, পরিচ্ছেদ : মা ইয়াকূলু ইযা তাওয়ায্‌যাআ, হালব : মাকতাবুল মাতবূআতিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৬হি./১৯৮৬ খ্রি., হাদীস নং- ৯৯০৮। মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানী হাদীসটি দুর্বল বলে মন্তব্য করেছেন। আল-আলবানী, *গায়াতুল মারামি ফী তাখরীজি আহাদীছিল হালালি ওয়াল হারাম*, বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি., পৃ. ৮৭, হাদীস নং- ১১২

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا﴾

আর আল্লাহ তোমাদের ঘরগুলোকে তোমাদের জন্য শান্তির আবাস বানিয়েছেন।[৪৫]

উপর্যুক্ত আয়াতের 'সাকান' শব্দটি 'সাকুনা' থেকে এসেছে, যার অর্থ সান্ত্বনা ও প্রশান্তি অর্থাৎ বাড়ি-ঘরকে আল্লাহ তা'আলা আমাদের শান্তির নীড় হিসেবে বানিয়েছেন। যাতে আমরা সেখানে শান্তিতে বসবাস করতে পারি। সুতরাং বাড়ি-ঘর এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে সেখানে শান্তির সাথে বসবাস করা যায়।

৫. সাদাসিধে ও বিলাসিতামুক্ত ভাবে তৈরি করা

বড়ি-ঘর এমনভাবে তৈরি হতে হবে, যাতে তা সাদাসিধে ও বিলাসিতামুক্ত হয়। কারণ ইসলাম মুসলিমদেরকে সকল ক্ষেত্রে সাদাসিধে বিলাসিতাহীন জীবনযাপন করতে উৎসাহিত করে। এই বিলাসিতা মুক্ত জীবনযাপনের মধ্যে আছে বাড়ি-ঘর বিলাসিতা মুক্ত সাদাসিধেভাবে তৈরি করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

হে বনী আদম, তোমরা প্রতি সালাতে তোমাদের সুজর পরিচ্ছেদ পরিধান কর এবং খাও, পান কর কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।[৪৬]

অপচয় বলতে বুঝানো হয় আল্লাহ যেখানে অর্থ ব্যয় করা হারাম করেছেন সেখানে অর্থ ব্যয় করা এবং এমন সব কাজে অর্থ ব্যয় করা যা বিলাসিতা ও অপ্রয়োজনীয় বলে পরিগণিত হয়। ইসলাম সকল ক্ষেত্রে ইনসাফ ও সুবিচার কামনা করে। তাই ইসলাম অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রেও ন্যায়সঙ্গতভাবে অর্থ ব্যয় করা পছন্দ করে। সুতরাং বাড়ি-ঘর তৈরিতে ন্যায়ানুগভাবে কারুকার্য করাও ইসলাম অনুমোদন করে; তবে তা হতে হবে অবশ্যই বিলাসিতা পরিহার করে ন্যায়পরায়ণতার সীমারেখার মধ্যে।

৬. মজবুত ও সুন্দর করা

ইসলাম মুসলিম স্থপতির কাছে দক্ষতার সাথে উৎকর্ষের সাথে মজবুত ও সুন্দর করে স্থাপত্য শিল্প নির্মাণ করা কামনা করে। কারণ রাসূলুল্লহ স. এক হাদীসে বলেছেন,

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلاً أَنْ يُتْقِنَهُ

৪৫. আল-কুরআন, ১৬ : ৮০

৪৬. আল-কুরআন, ৭ : ৩১

তোমরা কেউ কোন কাজ করলে সে তা উৎকর্ষ ও দক্ষতার সাথে করুক তা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন।[৪৭]

৭. আল্লাহর খলীফা হিসেবে মানুষের দায়িত্বের কথা ভুলে না যাওয়া

ইসলামী স্থাপত্য শিল্প তৈরি কালে মানুষকে মনে রাখতে হবে যে, মানুষ এ পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা। সুতরাং স্থপতিকে তার স্থাপত্য শিল্প এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে স্থাপত্য শিল্পটি মানবকল্যাণ ও আল্লাহর দীনের দাওয়াত ও আল্লাহ ইবাদতে উৎসাহী করে।

৮. বাথরুম (টয়লেট) কিবলামুখি না করা

স্থাপত্য শিল্প নির্মাণের সময় আর যে বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয় তা হচ্ছে বাড়ির অভ্যন্তরে টয়লেটগুলো যেন কিবলামুখি করে না করা হয়। কারণ রাসূলুল্লহ স. পেশাব-পায়খানা করার সময় কিবলামুখি হয়ে পেশাব-পায়খানা করতে নিষেধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

إِذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا

তোমরা কিবলামুখি হয়ে বা কিবলাকে পিছনে রেখে পায়খানা-পেশাব করো না।[৪৮]

৯. কবরের উপর কোন ধরনের স্থাপত্য তৈরি না করা :

মুসলিমদের কবর হবে সাদাসিধে। এটি বেশি উঁচু করা যেমন হারাম, তেমন হারাম করবের উপর কোন স্থাপত্য নির্মাণ করা, কবর বাঁধানো, চুনকাম করা ইত্যাদি।

জাবির রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ.

রাসূলুল্লাহ সা. কবরে চুনকাম করতে, কবরের উপর বসতে এবং কবরের উপর কোন ধরনের স্থাপনা নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন।[৪৯]

---

৪৭. ইমাম আবূ ইয়া'লা আল-মাওসিলী, *আল-মুসনাদ*, তাহকীক : হুসাইন সালীম আসাদ, দামেশ্ক : দারুল মামূন লিত্-তুরাছ, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খ্রি., হাদীস নং-৪৩৮৬; হাদীসটির সনদ সহীহ। মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীছিস সহীহাহ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১১১৩

৪৮. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আবওয়াবুল কিবলাহ, পরিচ্ছেদ : কিবলাতু আহলিল মাদীনাহ্ ওয়া আহলিশ্ শাম ওয়াল মাশরিকি..., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩৮৬

৪৯. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-জানায়িয, পরিচ্ছেদ : আন-নাহয়ু আন তাজসীসিল কবরি ওয়াল বিনা-ই আলাইহি, হাদীস নং-২২৮৯

উক্ত হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয় যে, কবরের উপর কোন কিছু নির্মাণ করা হারাম। তাই কোন ব্যক্তির কবরকে কেন্দ্র করে কোন স্থাপনা তৈরি, এমনকি কবর বাঁধানো ও চুনকাম করা, কবরের উপর কিছু লেখা, বাতি জ্বালানো ইত্যাদি স্পষ্ট হারাম।

উপসংহার

স্থাপত্য শিল্প তৈরি করার সময় তাতে উন্নত নির্মাণ শিল্প কৌশল ব্যবহার করে, মজবুতভাবে, শান্তিতে বসবাস করতে পারার মত করে এবং ইবাদত-বন্দেগী, বিশেষত সালাত আদায়ের পরিবেশ তৈরি করে তা নির্মাণ করতে হবে। আরো খেয়াল রাখতে হবে যাতে সেখানে দীনের বিধান রক্ষা সহজতর হয়। আরো মনে রাখতে হবে যে, মানুষ এ পৃথিবীতে চিরস্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য আসে নি, তাকে তার রবের কাছে অবশ্যই একদিন আবার ফিরে যেতে হবে। অতএব, স্থাপত্য শিল্প নির্মাণ কালে এ কথা মনে রেখেই তা তৈরি করতে হবে। তাতে বাড়াবাড়ি ও বিলাসিতা যাতে না হয়, তার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। তবেই স্থাপত্য শিল্প ইসলামসম্মত হবে। বাংলাদেশ যেহেতু একটি মুসলিম দেশ। এ দেশের ৯০ শতাংশ মানুষ মুসলিম। তাই এদেশের স্থাপত্য শিল্প অবশ্যই ইসলামী স্থাপত্য শিল্প-নীতিমালা অনুসরণ করে নির্মাণ করা বাঞ্ছনীয়। এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় মূল্যবোধ ও চেতনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন স্থাপত্য কর্ম শিল্প বা সংস্কৃতির নামে তৈরি করা এবং তার পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান কখনই কাম্য হতে পারেনা। এ প্রেক্ষিতে দেশের স্থাপত্য শিল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে দেশের অধিকাংশ ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর মূল্যবোধকে ধারণ করে এমন একটি আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা সময়ের দাবী। উল্লেখ্য যে, এ দেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের দেশ হলেও অমুসলিম জনগোষ্ঠীর শিল্প, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ চর্চাকে বাধাগ্রস্ত করে না, বরং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করে। যা বিশ্বধর্ম ইসলামের উদারতার বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ আমাদের সকলকে ইসলামী নির্দেশনা মত স্থাপত্য শিল্প তৈরি করার তাওফীক দিন।